প্রেস রিলিজ

“নিকৃষ্ট শাসন ছাড়া গণ-অভ্যুত্থান হয় না” সাংবাদিক আশরাফ কায়সার

জাতীয় প্রেস ক্লাবে “জুলাই গণঅভ্যুত্থানঃ সফল নাকি বেহাত?” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ১৬ জুলাই ২০২৬- জাতীয় প্রেস ক্লাবে নীতি গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক “জুলাই গণঅভ্যুত্থানঃ সফল নাকি বেহাত?” শিরোনামে আয়োজিত হয় একটি আলোচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি সূচনা এবং সঞ্চালনা করেন নীতি গবেষণা কেন্দ্রের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর **ড. শাকিল আহম্মেদ** এবং উদ্বোধনি বক্তব্য রাখেন **ড. খান শরীফুজ্জামান,** রিসার্চ ফেলো, নীতি গবেষণা কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তরুন নেতৃত্ব এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশগ্রহন করেন **শেহরীন আমিন ভূঁইয়া,** শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; **আশরাফ কায়সার,** লেখক ও সাংবাদিক**; আরিফ সোহেল** সাবেক সদস্যসচিব, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; প্রতিনিধি, গণবিপ্লবী উদ্যোগ; **আয়াতুল্লাহ বেহেস্তি,** শিক্ষার্থী**,** নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি; **রাগীব নাঈম,** সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন; **মাহিন সরকার,** যুগ্ম সদস্য সচিব**,** জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি); এবং **মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ** সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।

সাংবাদিক আশরাফ কায়সার সবাইকে জুলাইয়ের সফলতার অভিবাদন জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তার মতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা ছাড়া গণঅভ্যুত্থান হয় না। আর সবথেকে নিকৃষ্ট শাসন ও অনুশোচনাহীন ফ্যাসিস্ট এর পতন ঘটিয়েছে ছাত্ররা, এর থেকে বড় সফলতা আর কি হতে পারে। জুলাই তখন ব্যর্থ যখন অপরাধীদের বিচার হয়না, যেখানে জুলাই কালচারাল ফ্যাসিজম এর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। তবে, জুলাই আমাদের রাজনীতি মনষ্ক হতে শিখিয়েছে যেটা আগে ছিলো না। যতোদিন বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে ততোদিন জুলাই তার গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শেহরীন আমিন ভূঁইয়া বলেন**,** জুলাই নিজেই একটি স্বার্থকতা। যেই পরিবারের কোনো সদস্য গুম ছিলো তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে জুলাই সফল। কালেক্টিভ জায়গা থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা থাকে যেখানে প্রশ্ন রয়ে যায় এটি সফল নাকি বেহাত। আমরা যে চিন্তা করি জুলাইয়ের পর সিস্টেমে পরিবর্তন আসবে সেই পথ এখনো পাড়ি দেওয়া বাকি। তবে আমাদের আশা ছাড়া যাবেনা।

ডাকসু প্রতিনিধি মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, জুলাইয়ে আমাদের যে ৪ টা দাবি ছিলো তার মধ্যে প্রথমটা ছিলো যেন কোনো মেধাবী বঞ্চিত না হয়। কিন্তু জুলাইয়ের পর কোটার ভার সংকুচিত হয়েছে কিন্তু তদবির বানিজ্য বন্ধ হয়নি। আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছি ঠিকই কিন্তু অনেকের বাকস্বাধীনতার অবনতি হয়েছে। আমাদের জুলাইয়ের মূল স্পিরিট ছিলো একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্র বির্নিমান, সেই জায়গাটিতে আমরা হোটচ খেয়েছি। তাই এই অসম্পূর্ণ বিপ্লবকে পূর্ণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে।

এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকার বলেন, যেকোন একটা ঘটনাকে ইতিহাস হওয়ার জন্য সময় দিতে হয়। দশ বছর পরে আমরা বিবেচনা করতে পারবো যে এটা সফল নাকি বেহাত। ২৪ এর গনঅভ্যুত্থান অনেকটা সফলতার পথে রয়েছে আগের আন্দোলনগুলোর থেকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিক থেকে। তাই আমি আশা রাখতে চাই।

আলোচনায় **রাগীব নাঈম** বলেন জুলাই কোনো সরকার পতনের আন্দোলন নয়, এটি একটি গনঅভ্যুত্থান। কিন্তু জুলাইয়ের পর জনআকাঙ্খা এবং জবাবদিহিতার পুরো প্রতিফলন ঘটেনি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক আরিফ সোহেল বলেন, আমাদের বুঝতে হবে মুভমেন্টের হাত অনেকগুলো। যখন কোনো একপক্ষ এটি নিয়ে নিতে চায় তখনই জুলাই বেহাত হওয়ার প্রশ্ন আসে। যারা রক্ত দিয়েছেন, তাদের দাবিগুলো পরবর্তীতে প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের যেকোনো গণঅভ্যুত্থান এর ধারা সেটা আসলে বেহাতেরই ধারা। তবে এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, যারা এটা কুক্ষিগত করতে চায় বা করে তারা ধিরে ধিরে দূর্বল হয়ে পড়েছে, যারা বৈষম্যের শিকার তারা শক্তিশালী হচ্ছে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আয়াতুল্লাহ বেহেস্তি বলেন, ২০১৮ সালের চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিলো ২৪ এর গনঅভ্যুত্থান। এখন অনেকেই দলের মধ্যে থেকেও প্রতিবাদ করেন, এটা আমি গনঅভ্যুত্থানের সফলতা বলবো।

অনুষ্ঠান শেষে নীতি গবেষণা কেন্দ্রের রিসার্চ ফেলো **মোহাম্মদ ঈসা ইবনে বেলাল** ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠান
জুলাই গণঅভ্যুত্থান:
PEOPLES
photo journalism

আলোচনা অনুষ্ঠান
জুলাই গণঅভ্যুত্থান:
সফল নাকি বেহাত?
জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা
বিকাল ৩টা
আয়োজনে:
www.ngkbd.org